দৈনিক ইত্তেফাক 36

তারিখ ...07 FEB 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪ ...

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিল পাস

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

জাতীয় সংসদ গতকাল (মঙ্গলবার) রাতে সবসম্মতিক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ বিল ১৯৯০ পাস করিয়াছে। সরকারী দল এই বিলকে শতাব্দীব্যাপী শিক্ষা প্রসার সংগ্রামের ঐতিহাসিক

(শেষ পৃ: ৬-এর ক: দ্র:)

বিল পাস

(১ম পৃ: পর)

রূপায়ণ হিসাবে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছে, প্রতি দুই বর্গমাইল ও প্রতি দুই হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হইবে। প্রত্যেক উপজেলায় সমান সংখ্যক ইউনিয়ন লইয়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হইবে। বিরোধীদলের একটি সংশোধনীসহ এ বিল সংসদে গৃহীত হইবার প্রাক্কালে বিরোধীদল বিলটিকে স্বাগত জানাইয়া একযোগে সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ এ বিল অনুমোদনকে সংসদের 'অবিস্মরণীয় কীর্তি' হিসাবে উল্লেখ করিয়া বলেন, জাগৃতি ও সমৃদ্ধির জন্য সমগ্র জাতির দাবী শিক্ষা। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচী রূপায়ণের লক্ষ্যই বাস্তবসম্মত। তিনি বলেন, বৈদেশিক সাহায্য না পাইলেও সরকার সীমাবদ্ধ জাতীয় সম্পদ দ্বারাই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করিবে।

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, ১৮১২ সনে প্রাথমিক শিক্ষা সূচনার পর হইতে যুগ যুগ ধরিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য যে দাবী উত্থাপিত হইয়াছিল, এতকাল কেহ উহাতে সাড়া দেন নাই। ১৯৮০ সনেও এদেশের পরিকল্পনাবিদ কিংবা বিদেশী শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা ধারণা করিতে পারেন নাই, এ শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক বিশ্বজনীন টিকাদান কর্মসূচীর উদগাতা জেমস পি গ্রান্টের স্বহস্ত লিখিত উক্তি সংসদকে দেখাইয়া শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও ৮ম মান পর্যন্ত পল্লী কন্যাদের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার বাংলাদেশের পদক্ষেপ জাতিসংঘ সংস্থার দৃষ্টিতে কেবল অনন্য নয়। সমগ্র বিশ্বের সামনে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, এ পদক্ষেপ স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় পদক্ষেপের তুল্য আরেক ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রসারের সূচনা।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ বিল শিক্ষার প্রশ্নে জাতীয় লক্ষ্য স্থির করিয়া দিয়াছে। ১৯৪৫ সনে শ্রীলংকায় অনুরূপ আইনজারির ফলে দেশটির ৮৭ ভাগ জনসংখ্যা আজ শিক্ষিত হইয়া ওঠার নজীর উল্লেখ করিয়া শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলে "ছাত্র ঝরিবা পড়ার" হারও কমিবে এবং বয়স্ক শিক্ষার লক্ষ্যও সীমিত হইবে। তিনি বলেন, এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন "রাজনৈতিক অঙ্গীকারের" উপর নির্ভর করে।

শিক্ষামন্ত্রী বিরোধী দলের সমালোচনার জবাবে বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের খালি পদ এক মাসের মধ্যে পূরণ হইবে। ৮৫ হইতে ৯৭৫৬টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, মেরামত হইয়াছে ১১ হাজার ৩৩৪টি, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৮ হাজার বিদ্যালয় এ বৎসর মেরামত করা হইবে। ইতিমধ্যে ৪ লাখ জোড়া বেঞ্চ বিতরণের পর এবৎসর আরও ১ লাখ ৮৩ হাজার উঁচু-নীচু বেঞ্চ বিতরণ হইবে। দাতাসংস্থাসমূহের নিকট হইতে অভূতপূর্বসাড়া আসিতেছে।

প্রবীণ সদস্য আজিজুল হক নান্না মিয়া বলেন, শেরে বাংলার মত শিক্ষা প্রসারকামী নেতাও সারাজীবন এ লক্ষ্যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, এ বিল সংসদে উপস্থাপনের জন্য ইতিহাসে তরুণ শিক্ষামন্ত্রীর নাম অমর হইয়া থাকিবে। এ সাফল্যের জন্য সার্বজনীন প্রশংসার অধিকারী হইবেন প্রেসিডেন্ট এরশাদ।

বিরোধী দলের নেতা আসম আবদুর রব বলেন, এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এ সরকার কত বৎসর সময় নেয় কে জানে। তিনি বলেন, পঞ্চম মান পর্যন্ত শিক্ষা স্থায়ী জ্ঞান জন্ম দিতে পারে না। সার্বজনীন শিক্ষা অষ্টম মানে পর্যন্ত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তন ও বেকারত্ব দূরীকরণ শিক্ষা প্রসারের জন্য জরুরী।

শাজাহান সিরাজ বলেন, বর্তমানে ৮০ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষকই নিয়মিত ক্লাস নেন না। তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া স্বতন্ত্র সদস্য নূরুল ইসলাম মনি বলেন, এ বিলের কৃতিত্ব বিরোধীদলের। কারণ গত অধিবেশনে আমরাই এ দাবীতে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করি। মেজর (অব) বজলুল হুদা, নূর আলম জিকু, দবিরউদ্দিন জোয়ার্দার, মোস্তাফিজুর রহমান, মোশাররফ হোসেন, কাজী রাব্বিউল হাসান, মিয়া আব্বাসউদ্দিনসহ ২১ জন বিরোধী দলীয় সদস্য বিলটির উপর বক্তব্য রাখেন।

চতুর্দশ কমনওয়েলথ ক্রীড়ায় স্বর্ণ ও ব্রোঞ্জ বিজয়ী ক্রীড়াবিদ আতিকুর রহমান ও আবদুস সাত্তারকে "বীরসন্তান" হিসাবে অভিনন্দন জানাইয়া বিরোধীদলের নেতা আসম আবদুর রব একটি প্রস্তাব গ্রহণের অনুরোধ জানাইলে ডেপুটি স্পীকার রিয়াজ উদ্দিন আহমদ গতরাতে বলেন, প্রেসিডেন্ট ব্যতীত জাতীয় সংসদ কাহাকেও ধন্যবাদ জানাইতে পারে না। উত্থাপিত প্রস্তাবের ভাষায় স্পীকার সংসদের পক্ষ হইতে কৃতী ক্রীড়াবিদদের পত্র প্রেরণ করিবেন।